# বিকাশ ভট্টাচার্যের পূর্বাপর আত্মযাপনের চিত্রমালা

**মধুময় পাল**

বিকাশ ভট্টাচার্যের ছবি দর পায়, কদর পায় না। কথাটা বলেছিলেন শিল্পী নিজে। হয়ত এই ভাষায় নয়, কিন্তু এটাই বলতে চেয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার নিতে হাজির হয়েছিলাম। আগেও বহুবার গিয়েছি। কখনও বিমুখ হতে হয়নি। চারপাশে দাঁড় করানো অন্তঃসত্ত্বা ক্যানভাস, কোনওটি আসন্ন - প্রসবা, কোনওটি নবগর্ভিণী, মাঝখানে বসে অক্লান্ত কথা বলে গেছেন, প্রশ্ন পেরিয়ে, এনি - সেদিন - সমাজ-রাজনীতি - বন্ধ - বন্ধুতা আরও কত কী ! এক কথায় তুমুল আড্ডা, তিনিই বলতেন প্রধানত, শুনতেনও। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল ১৯৯৩ -এ। তিনি সিনেমা পরিচালনার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার কাজ নিয়ে বই করার প্রস্তাব দিয়েছে কি কেউ ? এত কাজ, নানা সময়ের চিন্তাভাবনা থেকে এত রকম সিরিজ। এবং ব্যক্তিগত জীবনে আক্ষরিক অর্থে ক্ষুধা থেকে সুধার দেশে পৌঁছনোর লড়াই—অন্য কোনও দেশ হলে লেখা হয়ে থাকত। জানি না কেউ ভাবছেন বা ভেবেছেন কি-না।' বিকাশ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, 'আমার ছবির চাহিদা যথেষ্ট। মানে, বাজার ভালই। কিন্তু আমার ছবি ক'জন বোঝেন তা নিয়ে সন্দেহ আছে। আর্ট ক্রিটিসিজমের কথা বাদ দিন। ওটা তো বাংলায় দাঁড়াতেই পারল না। কিছু মনে করবেন না, ব্যর্থ গল্পলেখকরা আমরা ছবি দেখে গল্প ফাঁদেন। আর ব্যর্থ কবিরা কবিতা লেখার চেষ্টা করেন। এসবই বলা হয়, আর্ট ক্রিটিসিজম। তার ওপর ব্যক্তিগত সম্পর্ক-টম্পর্ক তো থাকেই। কিন্তু, আমার ছবি যাঁরা কেনেন, তাঁরাও বোঝেন কি ? ওঁরা নামের ওজন বোঝেন, আর কোন সিরিজ কতটা বাজারে খাচ্ছে সে খবর রাখেন। আনেক ঘরের দেয়ালে ভোলান স্ট্যাটাস সিম্ল হিসেবে। অন্যরা ধরে রাখেন পরে আরও বেশি দাম পাবেন বলে।'

সোফা থেকে উঠে আলমারি খুললেন তিনি। একটা বই বের করলেন। বললেন, ব্যাঙ্গালোর থেকে এটা বেরিয়েছে। আমার কাজ নিয়ে। খেটেখুটে করেছেন। ছবির মগজের ব্যবহার আছে। দেখতে পারেন।'

দেখি। বইটি ইংরাজিতে। Bikash Bhattacharjee, লিখেছেন Marta Jakimowicz-karle. প্রকাশ, কলা যাত্রা। প্রকাশকাল, ১৯৯১। বইয়ের মুখবন্ধে কলাযাত্রার পক্ষে সারা আব্রাহাম লিখেছেন, 'Selling was and is no problem to Bikash but it is tragick to think that some of the people who write on art and perhaps some of his buyers do not understand the twists and meanings he gives to his paintings, no matter whetere they are portraits, landscapes, or complex compositions.' এই কথাটাই তো বললেন বিকাশ ভট্টাচার্য। একে আক্ষেপ বা খেদ বলা উচিত হবে কি ? একজন শিল্পী—লেখক, কবি, গায়ক, চিত্রকর, ভাস্কর বা অভিনেতা বা অন্য কোনও মাধ্যমে নিবেদিত একজন, তাঁর কাজের বিচার বা justice আশা করেন, সেটা সব সময় প্রশংসা ন্য হতে পারে, সেই আশা বার বার শূন্য হাতে ফিরে এলে একটি যন্ত্রণা হয়। আমাদের সময়ের 'sincere, warm ও great painter' সেই যন্ত্রণা পেয়েছেন। ছবির দর দিয়ে যখন ছবির মূল্যামান নিরুপণ রেওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেই নিরূপণেও বিকাশ ভট্টাচার্য যখন এক নম্বর, তাঁর ছবির বিক্রি নিয়ে গপ্পোগুজব তৈরি হয়, তখনও শিল্পী যন্ত্রণা পান। আমরা তাঁর ছবির কদর করতে পারিনি।

ইমামি চিজেল আর্ট গ্যালারিতে বিকাশ ভট্টাচার্যের পূর্বাপর প্রদর্শনী (১৭ আগস্ট—৯ সেপ্টেম্বর ২০০৯) দেখতে দেখতে কথাগুলো মনে পড়ছিল। অসাধারণ প্রদর্শনী। একজন শিল্পীর হয়ে - ওঠার আখ্যানমালা যেন। একজন শিল্পীর বিবর্তনের রূপপেখা যেন। এভাবে বলা সম্ভবত অধিক সঙ্গত, এই পূর্বাপর শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্যের যাপিত জীবনের চিত্রমালা।

১৯৪০-এ বিকাশের জন্ম। ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৬৩-তে। ২৩ বছর তখন বয়স। শিল্পীর ছাত্রাবস্থায় আঁকা—১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩—২২টি ছবি ছিল প্রদর্শনীতে। জল রং, তেল রং, প্যাসটেল, কালিকলম, লিথোগ্রাফ ইত্যাদি মাধ্যমের। শিল্পীজীবনের সেই ভোরেই বিকাশ বুঝিয়েছেন তাঁর পর্যবেক্ষণের গভীরতা, শারীরগঠন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, প্রতিবেশের অনুপুঙ্খে বিপুল আগ্রহ, এবং দেখিয়েছেন স্পর্শগ্রাহ্য বাস্তব রেখা ও রঙের সামান্য অন্যচলনে জাদুবাস্তবতার মাত্রা পায়। আর, পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি ঘোষণা করে দিতে পারেন, তিনি এসে গেছেন, নিজস্ব ভূখণ্ড নিয়ে, নিত্য দেখা মানুষজনের অভ্যন্তরীণ পরিচয় নিয়ে। সেউ উত্তর কলকাতা, জীর্ণতা আর মলিনতার হাতে সমর্পিত ছবির মতো ঘরবাড়ি, সরু সরু গলি, বিবর্ণ জানালা, বিমর্ষ বারান্দা, ছাদ আর ছাদ, তার ওপর আকাশ আর মেঘের আরেক পৃথিবী। এবং বিকাশের ছবির যে বড় একটা দিক নারী, তার উপলব্ধির বহুকৌণিক উপস্থাপনার পূর্বাভাস লক্ষ করা যায় তাঁর শিক্ষার্থীজীবনের কাজেই।

বিকাশ ভট্টাচার্য প্রয়াত হন ২০০৬-এ। বেঁচে থাকলে ৬৯-এ দিতেন। সেই ৬৯ মাথায় রেখে সমসংখ্যক ছবি দিয়ে আয়োজন এই পূর্বাপর প্রদর্শনীর। ১৯৫৯ থেকে ২০০০ পর্যন্ত সময়ের, দশকভিত্তিক বিন্যাসে। দেখা গেল বিখ্যাত ডলস সিরিজ, বয় সিরিজ, দুর্গা সিরিজের অসামান্য কিছু কাজ, বেশ কিছু সিটিস্কেপ প্রতিকৃতি কম্পোজিশন। আগের দেখার সুযোগ হয়নি, প্রিন্ট দেখেছি, অসাধারণ কাজ, মূল 'ডেথ অফ এ হিরো'র সামনে দাঁড়ানো গেল। কাপড়ে- জড়ানো দড়ি - বাঁধা নিহত বীরের দেহ। তার শরীরের কোনও অংশই দেখা যায় না। দড়ি বাঁধন থেকে নিহতের অবয়বের আভাস মেলে। দেহ বয়ে এসেছে তার প্রিয় অশ্ব। অশ্বেরর মাথায় স্বর্ণাভ বেষ্টনী। সেই অশ্বের গলা জড়িয়ে আদর করেছে এক প্রবল পুরুষশরীর, যার পিঠে ডানা, যার মুখ কঙ্কাল এবং কঙ্কালের দাঁতে প্রীতিময় হাসি। নিহত বীর যেন অশরীরী অবয়ব হয়ে প্রিয় বাহককে আদর করছে। সবুজ- হলুদ মেঘ বা মাটির পটে দাঁড়িয়ে - থাকা আধিলৌকিক এই দৃশ্যের দিকে স্তম্ভিত চেয়ে থাকেন ডানা - মেলা কাক। ছবিটি ডলস সিরিজের সামান্য আগেকার। হিংসা, লাঞ্ছনা ও অসহায়তার চিরকালীন প্রতীক হয়ে আছে ডলস-এর ছবিগুলো। এই প্রদর্শনীতে দুটো ছবি ছিল। কুয়াসার অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকা একটি নারী-পুতুলের দু'হাত তুলে নিজেকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা, মাথার ওপর দূর শূন্যে রক্তাভ চাঁদ। অন্য ছবিটি শূন্য ছাদে দড়িতে ঝুলতে থাকা পুতুল। সত্তর দশকের হিংসা - জর্জর সময়ের অভিজ্ঞান। মানুষের বিপন্নতা, অসহায়তা ও বেঁচে থাকার আর্তিত শিল্পরূপ। পুতুল নিয়ে কোনও দিন খেলেননি বিকাশ। হঠাৎই একটা পুতুল নিয়ে কোনও দিন খেলেননি বিকাশ। হঠাৎই একটা পুতুল এসেছিল তংার স্টুডিওয়, ভুরু এঁকে দেওয়ার

জন্য। পড়ে ছিল অনেকদিন। ভুলেই গিয়েছিলেন। সেই পুতুল ক্রমে প্রতীক হয়ে উঠল। শিল্পী জানিয়েছেন, 'Secretly I coveted her ability to constantly wra around herself a mantle of eaec-she who can never die, because she was never born-enjioying an immortality that made me envious, leaving me full of irrepresible desires. I grew to love her. The doll became an obssession.

বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পকর্মের ভৌগোলিক ভূমি উত্তর কলকাতা। প্রদর্শনীতে ছিল সেই ভূখণ্ডের নানা শ্রেণি ও গোত্রের ছাদের সমাবেশ। ছাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কথা বলে। কোনও বাড়ির ছায়া হাত রাখে পাশের বাড়ির ছাদের গায়ে। কোনও বাড়ির চিলেকোঠার করোগেটেড টিনের চাল স্কুলগামী ঘনকেশ বালিকার আঁচড়ানো মাথার মতো। মাথা - উঁচু কোনও বাড়ির খোলা জানালা তাকিয়ে থাকে দূরের চিলেকোঠার খোলা দরজার দিকে। আশ্চর্য জীবন্ত এই ছাদের সারি। গাছের প্রাণ আছে, প্রমাণ করেছিলেন জগতীশচন্দ্র বসু। ছাদের প্রাণ আছে, দেখিয়েছেন বিকাশ। বিকেলের ছাদে দাঁড়ায় কোনও মেয়ে, বর পেল না বলে গোপন কষ্টের যার মুখে অকাল বিকেলের ছায়া পড়ে। পলেস্তারা - কাস দুমড়ে- যাওয়া লোহার গেটের একদা বনেদি বাড়ির সামনের দংড়ায় হ্যাভ ০ নট বালকেরা। তাদের শীর্ণ শরীরের বড় হওয়ার হার-না-মানা অভিপ্রায়। ট্রামরাস্তা জুড়ে মধ্যবয়সি রানির মতো বসে থাকে গোরু। এই অনুপুঙ্খ বিকাশ ভট্টাচার্যের শিল্পচর্চা জুড়ে আছে। ভূখণ্ডটির নাম ভেবেছিলেন তিনি 'তেলিপাড়া লেন'। একটা সিনেমা করার ইচ্ছে ছিল আবাল্য - দেখা এই তেলিপড়া ও তার বাসিন্দাদের নিয়ে সিনেমা করা হয়নি, ছবি হয়েছে অজস্র। তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবন, সব মিলিয়ে যে আত্মযাপন, তেলিপাড়া লেন শৈশব থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত তাঁর যে মানসযাপন, সেটাই ছবি হয়ে উঠেছে জীবনভর। তাঁর দুর্গা বাজার - ভির্তি ব্যাগ হাতে ট্রামলাইন পার হয় অন্যান্য মহিমায়, পাহাড় - অরণ্যের আদিবাসী যুবতীর মুখে জেগে থাকে তেলিপাড়ার মেয়ের মায়াবি চোখ। উত্তর কলকাতার প্রতি তাঁর আমর্ম ভালবাসার কথা বলেছেন একাধিক সাক্ষাৎকারে। তারই একটিতে শুনতে পাই, 'জীবন বলতে বা বুধি, তার সমস্ত মুখ ও কোণ, তার সূক্ষ্মতা, জটিলতা, আশা, অবক্ষয় এবং আরও যা কিছু আছে, সব পেয়েছি আমি উততর কলকাতার মধ্যে। জীবনের রূপ এত বিস্তৃতভাবে, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আর কোথাও নেই। সার-সার পুরনো বাড়ির দেওয়ালে, কার্নিসে, ছাদে এ বির্ষায় ভেলভেটের মতো শ্যাওলার স্তর থেকে সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তে যে আলো ছড়িয়ে পড়ে, যে আলো সেখানকার মানুষজনের মুখের রেখা - ভাঁজগুলো স্পষ্ট করে দেয়, তা কোথায় পাবেন? উত্তর কলকাতার মতো অসাধারণ স্কাইলাইন কোথাও পাবেন না। শেষ হয়ে যাওয়া বনেদি বাঙালি, তার গৌরবময় অস্তিত্বের ছায়া নিয়ে কিছু বিষণ্ণ বাড়ি, ঐতিহ্যের গুলতানি, এঁদো গলির পাঁচ আবর্জনার গনধ, এরই মধ্যে স্বপ্ন দেখা তরুণ এবং সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মনুষ্যত্বের অপমানের এই বিশাল সাম্রাজ্য কোথায় পাবেন?'

'সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত মনুষ্যত্বের অপমানের' নিকটে যে - শিল্পীকে বসবাস করতে হয়, তার পক্ষে নির্লিপ্ত থাকা কঠিন। আর নির্লিপ্ত থাকার মানুষ ছিলেন না বিকাশ। সামাজিক ঘটনার জোরালো ভাবেই রিঅ্যাক্ট করতেন। বিপ্লবী রাজনীতির টানে বহু সৎ যুবকের আত্মদান, রাষ্ট্রশক্তির স্বেচ্ছাচার, রক্তের অকাল বোধন, নারী নির্যাতন ও বধূহত্যা, মাদার টেরিজার মানবতা, পেশাদার রাজনীতিবিদদের হৃদয়হীনতা এ সবই ক্যানবাসে এসেছে সহমর্মিতায়। তাঁর যুক্তি : ১. মানুষ হিসাবে শিল্পী কখনওই সমাজবিচ্ছিন্ন নয়। ২. স্কুলজীবনের মাস্টারমশাই রাখালবাবু তাঁকে শিখিয়েছিলেন, 'জীবনে এমন কিছু করবি না যা মঙ্গলকর নয়।' এই মূল্যবোধ সমান সক্রিয় ছিল বিকাশের ব্যক্তি ও শিল্পীজীবনে তাই তাঁর ছবিতে পতিতাপল্লির মেয়েরা শরীরী আবেদন নিয়ে দাঁড়ালেও তাদের মনের ক্ষুধাই বেশি নিবিড় হয়ে তাকে। মার্তা কার্লের ভাষায়, 'The ordinary, often vulger fact of prosititutes wating for customers becoms symbolic of forlorn women's yearning for love.'

বিকাশ ভট্টাযার্চের যপিত জীবনে মূল্যবোধ, ওঁর ভাষায় 'শুভবোধ'-এর ভূমিকা ছিল প্রবল। এই শুভবোধ তাঁর দায়। বলেছেন, 'আধুনিকতার দায় থেকে অনেকদিন আগেই মুক্তি চেয়ে শুভবোধের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেছি।' এখাড়েই বিকাশের দায়বদ্ধতা। এখানেই নিহিত ওঁর ছবির আধুনিকতা, ভারতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা। ডল সিজি, বয় সিরিজ, দুর্গা সিরিজের ছবিগুলো এ কথাই বলে।

ইমামি চিজেল আর্ট বাংলার শিল্পানুরাগীদের ভালবাসা পাবেন এই জন্য যে একজন গ্রেট পেইন্টারের অনেক ছবি একসঙ্গে দেকার সুযোগ করে দিলেন, এবং এই জন্যও যে ছবিগুলোতে নতুন করে মগ্ন হওয়ার পরিসর তৈরি করে দিলেন। বাজারের কোলাহল যখন অনেকটাই শান্ত, তখনই তো খোলা মনে ভাবার সময়। 'মিষ্টি মিষ্টি রঙিন ছবি' - তে ঢের দিন হল খুশি থাকা গেছে, এবার 'বাস্তব সার্থক ছবি'র ভেতর ঢোকা যাক, তাতে ঘুম না-হয় একটু কমই হল!

ইমামি চিজেল এই উপলক্ষে বিকাশ ভট্টাচার্যের বেশ ভাল একটা ক্যাটালগও প্রকাশ করেছে, যা সংগ্রহে রাখার মতো।